আজকের কাগজ

তারিখ ... 21 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩ ...

21

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা

সাক্ষর সমাজ প্রতিষ্ঠা ছাড়া একুশের চেতনা অর্জিত হতে পারে না

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও অনুষ্ঠানমালার গতকাল ২০তম দিবসে একাডেমীর মূল মঞ্চে বিকেল ৪টায় আলোচনা সভা শুরু হয়। ম. হাবিবুর রহমানের "গণশিক্ষা প্রসারে শিক্ষা উপকরণ" প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন কাজী রফিকুল আলম ও মিনার মনসুর। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন। সভাপতির ভাষণের পূর্বে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ "বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ১৯৯৩" ঘোষণা করেন। পুরস্কার পেলেন বশীর আল-হেলাল ও খালেদা এদিব চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের প্রবন্ধকার ম. হাবিবুর রহমান তার প্রবন্ধে বলেন, সাধারণ অর্থে গণমানুষের জন্যে যে শিক্ষার আয়োজন তাই-ই গণশিক্ষা। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার বাইরে দেশের বেশির ভাগ মানুষ যে শিক্ষার আওতায় লেখাপড়ার চর্চা করছে তা গণশিক্ষা নামে পরিচিত। নিরক্ষর শিশু-কিশোর ও বয়স্ক মানুষদের স্বল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাই গণশিক্ষা।

প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধটিতে বলেন, দেশের আট কোটি মানুষ এখন নিরক্ষর। চলুন সকলকে স্বাক্ষর উপযোগী করে আমাদের ঋণ পরিশোধ করি। দেশের সকল প্রতিষ্ঠানকে গণশিক্ষার প্রদায়ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করি। স্বাক্ষর সমাজ প্রতিষ্ঠা ভিন্ন একুশের চেতনা অর্জিত হতে পারে না।

প্রবন্ধের উপর আলোচনা করতে গিয়ে কাজী রফিকুল আলম বলেন, গণসাক্ষরতা শিক্ষা ও গণশিক্ষা এক জিনিস নয়। গণশিক্ষাকে আমরা যদি শিক্ষার পরিমন্ডলে আনতে চাই তাহলে শিক্ষা শুধু স্কুল- কেন্দ্রিক হলে চলবে না এর সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও দায়িত্ব নিতে হবে।

মিনার মনসুর তার বক্তব্যে বলেন, নিরক্ষরতার জন্যে আমাদের গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। শিশু গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে নিরক্ষরতা দূর করতেই হবে। এ জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সম্মিলিত উদ্যোগের।

সভাপতির ভাষণে ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন বলেন, এবারই প্রথম গণশিক্ষার বিষয়টি বাংলা একাডেমীর মূল আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই জন্যে তিনি একাডেমীকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, স্বাক্ষরতা সমস্যা একটি বড় সমস্যা। এই জন্যে যতটুকু উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন ততটুকু আমরা নিতে পারিনি। তিনি নব্য-স্বাক্ষরদের জন্যে বিশেষ ধরনের বই বের করার প্রস্তাব দেন। এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে সরকারের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।